55

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গত বছর নবেম্বর/ডিসেম্বর মাসে মাস্টার্স ১ম পর্ব (সনাতন) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবং এ বছর সেপ্টম্বর মাসে এর ফলাফল প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় বেশীরভাগ পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে। যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজীরবিহীন। বস্তুত ইতিপূর্বে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। উল্লেখ্য যে গত বছর থেকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স পর্যায়ের পরীক্ষার দায়িত্ব সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই এই ১৯৯১ সনের পরীক্ষার্থীরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ব্যাচ। এই হেতু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল এই শেষ ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে উদার মনোভাব গ্রহণ করা। কিন্তু তার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষ কেনজানি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই অধিকাংশ পরীক্ষার্থীদের ফেল করিয়েছেন। তা না হলে ৫০ নম্বরের ভাইভা বা মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কি করে তারা ০১, ০২ এমনকি ০০ নম্বর দিতে পারেন। উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কয়েক শ ছাত্রছাত্রীকে এ ধরনের নম্বর দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন পরীক্ষার্থী গড়ে ৫৪ নম্বর পেয়েও শুধু মৌখিক পরীক্ষায় এ ধরনের নম্বরের জন্য অকৃতকার্য হয়েছে। এরূপ অকৃতকার্য পরীক্ষার সংখ্যা শুধুমাত্র রাষ্ট্র বিজ্ঞানেই কয়েকশ হবে। যারা কৃতকার্য হয়েছে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাদ দিয়েই হয়েছে। কারণ টিউটোরিয়াল ও মৌখিক দুটি পরীক্ষায় মিলিয়ে ৪০ নম্বর পেলেই তা যোগ হবে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ভাগ্যেই এ নম্বর জুটেছে।

এই বিপুল সংখ্যক অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর ভাগ্যে কি হবে সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বা নেননি। অথচ এদিকে ১৯৯১ সনের শেষ বর্ষের পরীক্ষার তারিখ তারা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ১৯৯১ সনের মাস্টার্স ১ম পর্বের পরীক্ষার কি হবে সে সম্পর্কেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেননি। তাহলে এই হাজার হাজার অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য কি অনিশ্চিতই থেকে যাবে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯২ সনের পরীক্ষা কবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন শুধু ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষা। এবং ১৯৯৩ সনের পরীক্ষারও সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ১৯৯১ সনের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের কি. তাহলে আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে অকৃতকার্য ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নিয়েছে। তাই এবারের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সেই হেতু তাদের পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্বও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বলেই আমরা মনে করি। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাই যত শীঘ্রই সম্ভব ১৯৯১ সনের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে তারিখ ঘোষণা করুন। এবং হাজার হাজার অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীকে অনিশ্চয়তামুক্ত করুন।

এব্যাপারে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুল জলিল
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ঢাকা।